গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৫ মাকতাবাতুল ফুরকান

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

‘খুতুবাতে যুলফিকার’ থেকে নির্বাচিত বয়ানের অনুবাদ

রমযান মাস
গুরুত্ব ও করণীয়

হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুম
সদর ও পৃষ্ঠপোষক, জামিয়া দারুল হুদা বাননুর, পাকিস্তান
মুহতামিম, দারুল উলূম জঙ্গ, পাকিস্তান

◆

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান
উস্তাদ, জামিয়া ইমদাদিয়া আরাবিয়া দলিপাড়া, উত্তরা
উস্তাদ, মুহাম্মাদিয়া মাখযানুল উলূম, উত্তরা

◆

সম্পাদনা
হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন দামাত বারাকাতুহুম
ইমাম ও খতীব, আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা
সিনিয়র মুহাদ্দিস, টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, গাজীপুর

অনুবাদ গ্রন্থ | মাকতাবাতুল ফুরকান

রমযান মাস ঃ গুরুত্ব ও করণীয়
মূল বয়ান | হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী
অনুবাদ | মাওলানা মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান
সম্পাদনা | মাওলানা জালালুদ্দীন

■ **প্রকাশক ঃ**
মাকতাবাতুল ফুরকান
বাড়ি ■ ১৮, রোড ■ ৭/বি, সেক্টর ■ ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন ঃ +৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯, +৮৮০১৯৭১৩৩৬৬৩৩
ইমেইল ঃ adamalibd@yahoo.com
ওয়েবসাইট ঃ **www.maktabatulfurqan.com**

■ **প্রথম প্রকাশ ঃ** রজব ১৪৩৬ হিজরী / এপ্রিল ২০১৫ ঈসায়ী
■ প্রচ্ছদ ঃ সাইদুর রহমান
■ মুদ্রণ ঃ দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা. ০১৭৩০ ৭০৬ ৭৩৫

■ **মূল্য ঃ দুই শত ষাট টাকা মাত্র**

Ramadan Mash : Gurutto O Koronio
By **Hazrat Maulana Zulfiqer Ahmad Nakshbondhi**
Translated by **Maulana Muhammad Zillur Rahman**
Price: BDT 260.00 | USD 12.00

ISBN 978-984-91176-5-0
US$20.00
9 789849 117650 52000>

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদেরকে এ দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুসলমান বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উম্মত করেছেন। ইসলামের মত এক অপূর্ব দ্বীন দিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখার তাওফীক দিয়েছেন। তাদের খেদমত করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

'মাকতাবাতুল ফুরকান' এখন একটি পরিচিত নাম। ইসলামী প্রকাশনায় নতুনত্ব এবং মৌলিক কিছু গুণগত বৈশিষ্টের কারণে এ প্রকাশনার সবগুলো কিতাব আল্লাহপাকের বিশেষ অনুগ্রহে পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আধুনিক বিশ্বের সমসাময়িক আল্লাহওয়ালাদের কথাগুলোকে যথোপযুক্তভাবে আধুনিক পাঠকদের কাছে তুলে ধরা এ প্রকাশনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের বর্তমান প্রয়াস হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুমের মূল্যবান কিছু বয়ানের সংকলন ও অনুবাদ 'রমযান মাস ঃ গুরুত্ব ও করণীয়'। কিতাবটি অনুবাদ করেছেন তরুণ প্রজন্মের বিজ্ঞ অনুবাদক মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের একজন প্রিয় মানুষ।

হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুম পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ এবং বিখ্যাত আলেম। নকশবন্দী তরীকায় তার বিশেষ অবদান ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আধুনিক পৃথিবীতে তার উজ্জ্বল জীবনাদর্শ এবং ব্যতিক্রমী বয়ান ও উপস্থাপনা ইসলামের পথে আগে বাড়ার জন্য এক অবিশ্বাস্য অনুপ্রেরণার উৎস। তার অনেকগুলো বয়ান 'খুতুবাতে যুলফিকার' নামে প্রকাশিত হয়েছে। উর্দূ ভাষায় বার খণ্ডে প্রকাশিত এ কিতাব সারা বিশ্বেই আলোড়ন তুলেছে। এ আলোড়িত অনুভূতি থেকেই মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব খুতুবাতে যুলফিকারের কয়েকটি নির্বাচিত বয়ান অনুবাদ করেছেন। তার সহজ-সরল অনুবাদ খুবই সুন্দর। তদুপরি এদেশের স্বনামধন্য অনুবাদক, লেখক ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা জালালুদ্দীন সাহেব দামাত বারাকাতুহুম তা সম্পাদনা করে দেয়ার পর তার সৌন্দর্য এবং গতিময়তা অনেক বেড়েছে। ইনশাআল্লাহ সব শ্রেণির পাঠকরাই এতে উপকৃত হবেন।

অনেকেই এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ পাক সংশিণ্টষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমরা বইটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোন ভুল ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক এই বইটির পাঠক, সংকলক, প্রকাশক ও সংশিণ্টষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক
মাকতাবাতুল ফুরকান

০৭ রজব ১৪৩৬ হিজরী
২৭ এপ্রিল ২০১৫ ঈসায়ী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুম বর্তমান সময়ের একজন অন্যতম দ্বীনি ব্যক্তিত্ব। তার সম্পর্কে সর্বপ্রথম জানার সুযোগ হয় ২০০৫ সালে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের জবানে। তিনি মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী, বসুন্ধরার একজন সিনিয়র মুহাদ্দিস। আমি তখন মিশকাত জামাতের তালেবে ইলম। উস্তাদে মুহতারাম হযরত সম্পর্কে বলেন, 'আমাদের আকাবেরগণের মধ্যে এমন অনেক বুযুর্গ অতীত হয়েছেন, যারা তাদের মুরীদকে ক্বলবী তাওয়াজ্জুহ তথা আত্মিক দীক্ষা দিতেন। কিন্তু বর্তমান জামানায় এটা বিরল। হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুম সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি বর্তমান জামানার এমন এক বুযুর্গ যিনি ক্বলবী তাওয়াজ্জুহ দিয়ে থাকেন।'

তার সম্পর্কে আমার আরেকজন উস্তাদ হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ আনওয়ার কাসেমী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বলেছেন, 'আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের মধ্যে যে চারটি ত্বরীকার সিলসিলা অর্থাৎ কাদিরিয়্যাহ, চিশ্‌তীয়্যাহ, সহরাওয়ারদিয়্যাহ ও নকশবন্দীয়্যাহ চালু আছে, সবই সহীহ ও হক্ব। বর্তমান জামানায় নকশবন্দী সিলসিলার অনেক উঁচু মানের বুযুর্গ হচ্ছেন হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুম।'

ছাত্র জীবন থেকে উস্তাদগণের মুখে হযরত সম্পর্কে এরকম অনেক কথা শুনে তাকে কাছ থেকে একটু দেখার আগ্রহ মনের মধ্যে জমাট বেঁধে ছিল। ইতিমধ্যে হযরতের বয়ানের সংকলন 'খুতুবাতে যুলফিকার' বার খন্ডে উর্দূতে ছাপা হয়। হযরতের এ কিতাবগুলো পড়ে অন্তরে তাকে দেখার আগ্রহ আরো তীব্র হয়। কিন্তু হযরত থাকেন সুদূর পাকিস্তানে আর আমি বাংলাদেশে। আমার স্বপ্ন দীর্ঘায়িত হতে থাকে। আল্লাহ পাকের অসীম মেহেরবানী, ২০১৪ সালে রমাযানে উমরার উদ্দেশ্যে আমার মক্কা-মদীনায় যাওয়ার তাওফীক হয়। ঐ বছর হযরতও তার অর্ধশতাধিক মুরীদকে নিয়ে রমাযানে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা-মদীনায় তাশরীফ আনেন। আলহামদুলিল্লাহ, মক্কা-মদীনা উভয় স্থানে হযরতকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য নসীব হয়। তাকে দেখে তার প্রতি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়।

হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুমের বয়ানের সংকলন 'খুতুবাতে যূলফিকার' কিতাবটা অনুবাদ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কেবল যুগের একান্ত দাবীই নয়, বরং এর বঙ্গানুবাদ প্রত্যেক ইসলাম পিপাসু ভাইয়ের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমি আশাবাদী।

ইদানিং আহলে হাদীস ও সালাফীদের পক্ষ হতে রমযানের উপর কিছু বই বিভিন্ন মসজিদের গেটে বিলি করতে দেখা যায়। অথচ তাদের প্রচারণায় সাধারণ মুসল্লীদের সহীহ ইলম থেকে বঞ্চিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও ভূমিকা রেখেছে। আমাদের আকাবেরদের মূল্যবান বয়ান বা দিকনির্দেশনামূলক আলোচনার ফায়দা গভীর এবং ব্যাপক। এরই সুবাদে হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী দামাত বারাকাতুহুমের বয়ানের সংকলন 'খুতুবাতে যূলফিকার' থেকে শা'বান ও রমযানের উপর কয়েকটি মূল্যবান বয়ান একত্র করে তার নাম দিয়েছি 'রমযান মাস ঃ গুরুত্ব ও করণীয়'। একথা বাস্তব সত্য যে, এ সময়ে কোন বই অনুবাদ করার মত কোন যোগ্যতা আমার নেই। নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও বয়ানগুলো বাংলায়

খুব সহজ ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি সকলেই উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

এই কিতাবটি বাংলা অনুবাদের আদ্যোপান্ত সম্পাদনার কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। আমি তার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাকে জাযায়ে খায়ের দিন। সর্বোপরি শব্দ ও বাক্য বিন্যাসে 'মাকতাবাতুল ফুরকান'-এর বিশেষ শৈল্পিক অভিব্যক্তি এবং আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গি এ কিতাবের গুরুত্বকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। আমি এ প্রকাশনার সার্বিক উন্নতি কামনা করি।

পরিশেষে সুধি পাঠক সমাজের কাছে বিনীত নিবেদন এই যে, বাংলায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে অসাবধানতাবসত ভুল-ত্রুটি হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। তাই কোন ভুল-ত্রুটি হলে আমাদের জানালে আমরা পরবর্তীতে তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করে নেন এবং এর উসীলায় অধমের আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন, শশুড়-শাশুড়ি ও জীবনসঙ্গিনী এবং আমার চোখের দু'নয়ন আব্দুল্লাহ হামযাহ ও আব্দুল্লাহ হুযাইফাহসহ আমার সমস্ত আসাতেযায়ে কেরামের হায়াতে তায়্যিবা, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করেন। আমীন।

দু'আ প্রার্থী

০৭ রজব ১৪৩৬

মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান
উত্তরা, ঢাকা

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী, হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল রহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম বুযুর্গ খলীফা হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের পবিত্র হস্ত মুবারকে। ■ অনুবাদক

সূচিপত্র

বয়ান-১

শবে বরাতের ফযিলত

আল্লাহ পাকের কুদরতের দৃশ্য
মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য
বন্দেগী কাকে বলে?
জাগ্রত অবস্থায় রাসূলের সাক্ষাত লাভের পন্থা
এক টাকার ভিক্ষুক
দু'আর সময় আমাদের অবস্থা
দু'আ করার পদ্ধতি
দু'আ নেয়ার পদ্ধতি
বর্তমান যুগে যুব-সমাজের কাছে পিতা-মাতার অবস্থান
ছেলেকে নামাযী বানানোর দু'আ
পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের ফযিলত
পিতা-মাতার দু'আর শক্তি
খুব সর্তকতার সাথে চলো
ব্যর্থ চাওয়া
রজব, শা'বান ও রমযানের ফযিলত
শা'বান শব্দের ব্যাখ্যা
হরফ অনুপাতে শা'বানের ফযিলত ও তাৎপর্য
১৫ই শা'বানের রোযা
সব কিছুর খাযানার মালিক কে?
আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখতার কুফল
অমাদের জীবনে পেরেশানীর মূল কারণ
আল্লাহ ওয়ালাগণ কোত্থেকে খান?
সৎ আলেমের পরিচয়
পাথরের ভেতরেও রিযিক প্রদান
একটি এলহামী কথা

রিযিকের বরকত চলে যাওয়ার কারণ
এক ম্যানেজারের কান্না
রিযিকে এত....বরকত!
হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর দানশীলতা
খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দীকী রহ.-এর দানশীলতা
দুনিয়াদারদের জন্য একটি চেলেঞ্জ
সন্তানকে গড়ে তোলার প্রথম ভিত্তি
হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর গরীবী হালত
ছেলে গর্ভণর হলেন
একটি শিক্ষনীয় ঘটনা
মেহমানের রিযিক
একজন সতী নারীর দানশীলতা
হুযুর আকরাম (ﷺ)-এর দু'আ
একটি সূক্ষ্ম বিষয়
আল্লাহ তা'আলার কাছে 'আল্লাহর মহব্বত' চান
সালাতুত্ তাসবীহর ফযীলত
সালাতুত্ তাসবীহ আদায়ের পদ্ধতি
দু'আ কবুলের রহস্য
ক্ষমা করার এক আশ্চর্য বাহানা
বিচার- দিনের মালিক

বয়ান ২

রমযানের ফযিলত

রমযানের আভিধানিক অর্থ
রোযার আভিধানিক অর্থ
শরীয়তের পারিভাষায় রোযার অর্থ
রোযার নিয়ত করার সময়
ইমাম জা'ফর সাদেক রহমাতুলণ্ঢাহি আলাইহি এর তাহক্বীক
রমযান মাস পেতে রাসূলের শেখানো মাসনূন দু'আ
রমযানের জন্য ইর্ষনীয় প্রস্তুতি!
সারা বছরের অন্তর হলো 'রমযান মাস'
দু'আ কবুলের মাস
রমযান মাস ইবাদতের মাস
ইবাদতের প্রকৃত অর্থ

রোযাদারদের পুরস্কার
রোযাদার ব্যক্তির দুই খুশি
একটি গোপন অঙ্গিকার
বে মিসাল ও বে রিয়া ইবাদত
রোযা হচ্ছে ঢাল
রোযা ও কুরআনের সুপারিশ
পুণ্যের মৌসুম
মাগফিরাতের মাস
আমলের মধ্যে অটল থাকার সুবর্ণ সুযোগ
এ'তেকাফের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ
এ'তেকাফের মূল উদ্দেশ্য কি?
শেষ দশকে আল্লাহর নবীর আমল কেমন ছিল?
কৃদরের রাতের ফযিলত
জীবনের উত্তম মুহূর্ত
সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে?
একটি শিক্ষনীয় ঘটনা
নেকীর চেক বই
রমযান মাস এবং হযরত ইউসূফ (আঃ)-এর পরস্পরিক সম্পর্ক
মাজালিসে এ'তেকাফের উদ্দেশ্য কি?
একটি বদ-দু'আর উপর রাসূলের আমীন বলা
খুশি নাকি শান্তি
ইজতিমায়ী আমলের ফযিলত

বয়ান-৩

রমযান মাসের বরকত

সফল মানুষ
শা'বান মাসের ফযিলত
রমযান মাসে প্রিয় নবীজীর আমল
নেকী অর্জনের মৌসুম
জান্নাতের সাজ
রমযানের অপেক্ষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রোযাদারের ফযিলত
সূবর্ণ সুযোগ
আকাবেরগণের রমযান

ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহমাতুলণ্ঢাহি আলাইহি -এর আমল
হযরত রায়পুরী রহমাতুলণ্ঢাহি আলাইহি -এর আমল
রমযান সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দে আলফে সানী রহ.-এর বক্তব্য
সওয়াব বৃদ্ধির মাস
তিন দশকের ফযিলত
আল্লাহ পাকের রহমত বাহানা তালাশ করে
ইবাদতের প্রতিবন্ধকতা
বুযুর্গীর মাপকাঠি
জান্নাত বিক্রয়
হযরত মাওলানা যাকারিয়্যাহ রহমাতুলণ্ঢাহি আলাইহি -এর আমল
হযরত শাইখুল হিন্দ রহমাতুলণ্ঢাহি আলাইহি -এর আমল
আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনকে রাজি করার পদ্ধতি
আরাম ও শান্তি
অলসতা পরিত্যাগ করতে হবে
ঘরের মহিলাদেরকেও কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে
মেহনতের মাস রমযান মাস
হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর বদ-দু'আ
আমাদের নেক আমলের শোচনীয় অবস্থা
বৃদ্ধা মহিলার মহব্বত
এক পাখির মহব্বত
মুক্তির পথ

বয়ান-৪

রোযা ফরয হওয়ার কারণ

কেন রোযা ফরয করা হলো?
রোযার হিকমত
রোযার পূর্ণতা
রোযার আদব
রোযায় ধরেছে এ ধরনের কথা না বলা
গীবত থেকে বিরত থাকুন
'রোযা' ঈমানের ঢাল
রোযার উদ্দেশ্য
ডাক্তারদের দৃষ্টিতে 'রোযা'
রোগীর সেবা করা এবং প্রতিবেশীর খেয়াল রাখা

একটি বাস্তব ঘটনা
উত্তম ব্যবহার
রোযার মূল উদ্দেশ্য
নেয়ামতের কদর করা চাই
একটি আশ্চর্য ঘটনা
খাওয়ার আদব
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা
হযরত সুলাইমান (عليه السلام)-এর বিখ্যাত ঘটনা
একটি বাস্তব উদাহরণ
রিযিক বণ্টন

বয়ান-৫

রোযা ও তারাবীর শারীরিক ফায়দা

আল্লাহ পাকের উপস্থাপনা কতই না চমৎকার!
রোযা' আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভের মাধ্যম
'কুরআনের পদ্ধতি'-তে রয়েছে আমাদের জন্য উপদেশ
অন্তরের 'বার্ষিক ওয়ার্কসপ'
ইলম অর্জনের জন্য কোন বয়স লাগে না
ঈমানের চার্জার
কুরআন ও হাদীসে চিকিৎসার দিকনির্দেশনা
অধিক খাবার খেলে যেসব রোগ হয়
কম খাওয়ার অভ্যাস করুন
নবী করীম (ﷺ)-এর পবিত্র অভ্যাস
সুস্থ থাকার উত্তম পন্থা
সুস্থতার পয়গাম
ইসলামের সত্য হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমান
সিংহ সুস্থ থাকার রহস্য
মৃগার মাছ সুস্থ থাকার রহস্য
অলসতা লাগে কেন?
বরেণ্যদের খাবার
ওজন কমানোর সহজ পন্থা
ক্ষুধা নিঃশেষ হওয়ার অনুভূতি
ঝষরসসরহম ঈষঁন এ যাওয়ার প্রয়োজন নেই

তারাবীর শারীরিক ফায়দা
নামায একটি ইবাদত ও ব্যায়াম।
সর্বদা সুন্দর থাকা।
ডায়বেটিক কন্ট্রোলে রাখার পন্থা।
রমযানের জন্য পণ্ঢানিং করা প্রয়োজন
'লাইলাতুল ক্বদর' পাওয়ার সহজ পন্থা

বয়ান -৬

গুনাহের অশুভ পরিণতি

গুনাহ ছাড়ার নির্দেশ
গুনাহের ক্ষতিসমূহ জানাও আবশ্যক
জ্ঞানী হয়েও পথহারা
নেক কাজ আর গুনাহের মধ্যে পার্থক্য
আলোকিত অন্তরের হিফাযত
গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পুরষ্কার
গুনাহ নাপাক বস্তুর ন্যায়
গুনাহের দুর্গন্ধ
নেকীর সুঘ্রাণ
কবরে মরদেহ পঁচা এবং না পঁচার কারণ
একটি বিস্ময়কর ঘটনা
কবর মৃত ব্যক্তির সাথে কেমন আচরণ করে?
কবরে আল্লাহ পাকের আযাবের দৃশ্য
কবরের মটিতে ফুল
একটি পরীক্ষিত বাস্তবতা
গুনাহের ক্ষতিকর প্রভাব
গুনাহকে হালকা মনে করা যাবে না
এটি খুব চিন্তার বিষয়
দ্বীনের বরকতে ঈমানের হিফাযত হয়
আল্লাহ ওয়ালাদের দো'আর বরকত
আল্লাহভীতি এমনই থাকা উচিত
এমন নেককার বীরপুরুষ হওয়া উচিত
তওবা করার দু'টি উপকার-
লজ্জার আগুনে জ্বলাও অনেক উত্তম

জাহান্নাম থেকে মুক্তির এক বিস্ময়কর মাধ্যম
গুনাহের থেকে বাঁচার উপায়
দুটি অপূর্ব দু'আ
তাওবা করার সময় কান্নার ফযিলত
গুনাহ থেকে বাঁচার দো'আ
এক মহিলার তাওবা
আল্লাহ পাকের আনুগত্যের পুরস্কার
গুনাহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা

মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে প্রকাশিত অনবদ্য গ্রন্থাবলী

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-১
- **বিজ্ঞান ও কুরআন**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-২
- **ইসলাম ও সামাজিকতা**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-৩
- **ইসলামে আধুনিকতা**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-৪
- **তাবলীগ ও তা'লীম**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-৫
- **পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দ্বীনি অনুভূতি**

প্রফেসর হযরতের বাণী সংকলন
- **আত্মশুদ্ধির পাথেয়**

- **প্রফেসর হযরতের সাথে আমেরিকা সফর**
  মুহাম্মাদ আদম আলী

- **প্রফেসর হযরতের সাথে নিউজিল্যান্ড সফর**
  মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রফেসর হযরতের সাথে দেশ-বিদেশে সফরের গল্প
- **পথের দিশা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)**
  মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রফেসর হযরতের ইংরেজি বয়ান সংকলন
- **অহ অঢ়ঢ়বধষ ঃড় ঈড়সসড়হ ঝবহংব**

- **খাদিজা : প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিবি**
  মূল ।রশীদ হাইলামায; অনুবাদ ।মুহাম্মাদ আদম আলী

শবে বরাতের ফযিলত

হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম পাকিস্তানে এক মসজিদে শবে বরাত উপলক্ষে এই বয়ান করেন। উক্ত বয়ানে বেশ সংখ্যক উলামায়ে কেরাম, মুরীদবৃন্দ ও বিপুল পরিমাণে জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

শবে বরাতের ফযিলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۞ اَمَّابَعْدُ
فَاَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۞ وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ
مَقَامٍ اٰخَرٍ, نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۞
وقال تعالى فى مقام اخر, وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا
نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۞ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
يَصِفُونَ۞ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
۞

আল্লাহ পাকের কুদরতের দৃশ্য

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে তাঁর সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। যার ঘোষণা কুরআনে কারীমে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ৯৫:৪

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতর অবয়বে।' মানবজাতীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। আর মানবজাতির জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জমিন-আসমানের মাঝের সব কিছু সাজিয়েছেন। জমিন সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ৫১:৪৮

‘আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম।’ জমিনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিছানা হিসেবে বানিয়েছেন। আকাশ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ২১:৩২

‘আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি।’ আকাশকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সংরক্ষিত ছাদ বানিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দার জন্য সুসজ্জিত করেছেন যেন বান্দা দেখে খুশি হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ৬৭:৫

‘আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপনাস্ত্র বানিয়েছি।’

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজী দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুদরতিভাবে কিভাবে আসমানকে বানালেন? আল্লাহ পাক বলেন,

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ১৩:২

তোমরা কি দেখ না! আমি কিভাবে একে খুঁটিবিহীন তৈরি করেছি! তোমরা এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা কর। অতঃপর আল্লাহপাক বলেন,

هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ

‘তোমরা কি এর মাঝে কোন ত্রুটি বের করতে পারবে?’ আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ৬৭:৪

‘অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।’ অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ৫০:৬-৮

‘তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না, আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই। আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি, এটা জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মত ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্যে।’ অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ৩৬:৩৮

‘সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।’ এরপর আল্লাহ পাক বলেন,

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ৩৬:৪০

‘সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।’ যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে ডেকে বলছেন, হে মানবজাতি! তোমরা চোখ খুলে ভালভাবে আমার কুদরত আর ব্যাবস্থাপনা দেখ! যেমনিভাবে কুরআনের জায়গায় জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে বলছেন কোথাও اَلَمْ تَرَ বলে সম্বোধন করেছেন, আবার কোথাও اَلَمْ

تَرَوْا বলে সম্বোধন করেছেন। সুরা গাশীয়াহ-তে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

افلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۞ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَت۞ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۞ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ৮৮:১৭-২০

'তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তা। এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল করে বিছানো হয়েছে?' সুরা আল-বালাদে আল্লাহ পাক এভাবে বলেছেন,

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۞ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ৯০:৮-১০

'আমি কি তাকে দু'টি চোখ, জিহবা ও দু'টি ঠোঁট দেইনি? বস্তুতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি।' সুরা আন-নাবাতে আল্লাহ পাক বলেন,

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۞ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۞ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ৭৮:৬-৭

'আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে পেরেক? আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি।'

মোটকথা, কুরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কুদরতসমূহ দেখার জন্য বান্দাকে দাওয়াত দিচ্ছেন যে, হে আমার বান্দা! তুমি আমার কুদরত সমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিয়ে দেখ এবং তা নিয়ে চিন্তা কর, তাহলে তুমি আমার যোগ্যতা আর ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারবে যে, আমি কি পরিমাণ ক্ষমতার অধিকারী আর আমি কি কি করতে পারি?

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

কুরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন ভাবে মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলছেন-
আমি কি তোমার জন্য এটা বানাইনি?
আমি কি তোমার জন্য ওটা বানাইনি?
এর কারণ কি?

এর কারণ হলো, মানবজাতি যেন আল্লাহ পাকের সৃষ্টিগুলো নিয়ে চিন্তা করে এবং আল্লাহ পাকের নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে। এ সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করে মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে,

اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَ لَكُمْ وَاِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ

'দুনিয়ার সকল সৃষ্টি কেবল তোমাদের কল্যাণের জন্য এবং তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের জন্য।' এক আল্লাহর ওলী বলেন,

دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں
بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

দুনিয়াতে থেকেও দুনিয়া অন্বেষী নই
বাজারে থেকেও বাজারের ক্রেতা নই

মুমিন দুনিয়াতে থাকবে কিন্তু দুনিয়া অন্বেষণকারী হবে না। এই দুনিয়ার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয় নাই বরং দুনিয়াকে মুমিনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے
چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے
بحر و بر، شمس و قمر، ماہ و شما کے واسطے
یہ جہاں تیرے لئے ہے تو خدا کے واسطے